২০২২-২৩ অর্থবছরের তামাক পণ্যে করের পর্যালোচনা

উন্নয়ন সমন্বয় কর্তৃক 'ডিজিটাল বাজেট ইনফরমেশন হেল্পডেস্ক' এবং 'আমাদের সংসদ' প্লাটফর্মের জন্য প্রণীত

উন্নয়ন সমন্বয়

জুন, ২০২২

প্রসঙ্গ

তামাকের মারত্মক ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে দেশকে মুক্ত করতে বাংলাদেশের সর্বোচ্চ নীতি-নির্ধারণী পর্যায়ের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে তামাকমুক্ত দেশ গড়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। করারোপের মাধ্যমে তামাক পণ্যের খুচরা বিক্রয়মূল্য বৃদ্ধি করাই তামাক ব্যবহার কমিয়ে আনার সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে প্রমাণিত।

তাই ২০২২-২৩ অর্থবছরে তামাক পণ্যে কার্যকর করারোপের সুনির্দিষ্ট প্রস্তাবনা হাজির করেছিলো দেশের তামাক-বিরোধী বিভিন্ন সংগঠন। এই প্রস্তাবের মূল কথা হলো- প্রতি বছরে তামাক পণ্যের ওপর সম্পূরক শুল্ক অল্প অল্প করে না বাড়িয়ে এক ধাক্কায় অনেকখানি বাড়ানো; এবং তামাক পণ্যের খুচরা বিক্রয়মূল্যের ওপর শতাংশ হিসেবে সম্পূরক শুল্কের পরিবর্তে সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা। এতে করে এক দিকে তামাক পণ্যের ব্যবহার যেমন উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কমতো, অন্য দিকে তামাক পণ্য বিক্রয় থেকে পাওয়া রাজস্বের পরিমাণও বৃদ্ধি পেতো। আর সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা গেলে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের পক্ষে রাজস্ব আহরণও সহজতর হতো।

গত ০৯ জুন ২০২২ তারিখে মহান জাতীয় সংসদে আসন্ন ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য যে বাজেট উপস্থাপিত হয়েছে তাতে তামাক পণ্যে কার্যকর করারোপের এই প্রস্তাবনাগুলো প্রতিফলিত হয়নি (চিত্র ০১ দেখুন)।

চিত্র ০১: বিভিন্ন স্তরের সিগারেটের দশ শলাকার এক প্যাকেটের দাম (টাকায়)

[২০২১-২২ অর্থবছরের দাম, ২০২২-২৩ অর্থবছরের জন্য তামাক-বিরোধীদের প্রস্তাবিত দাম, এবং ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাব অনুসারে দাম]

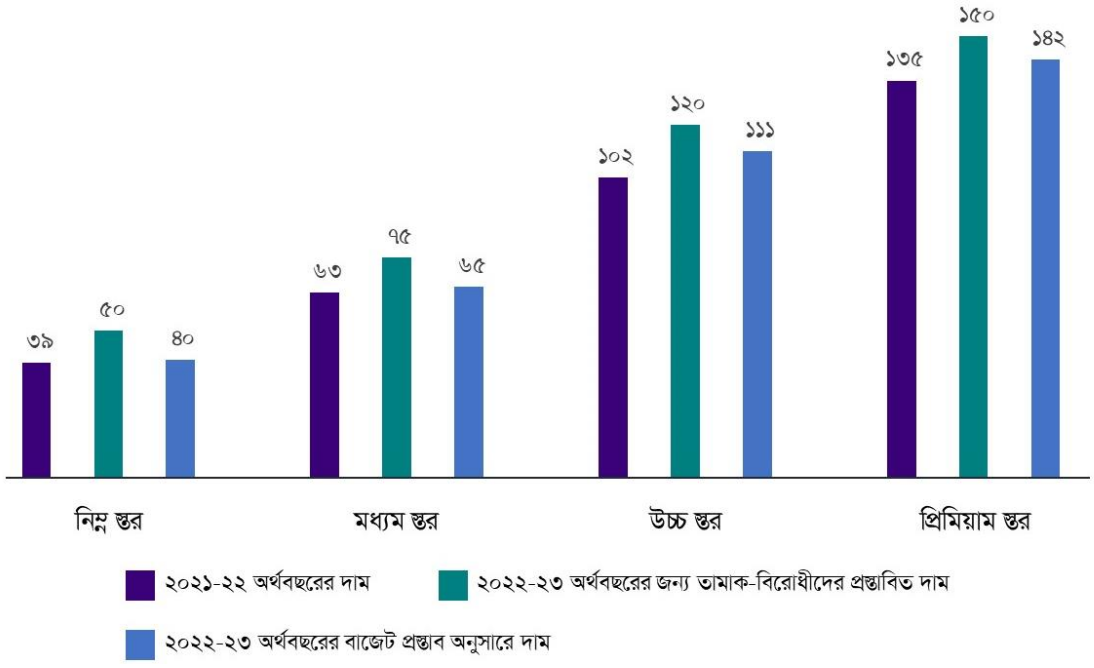

২০২২-২৩ বাজেটে তামাক পণ্যে কর প্রস্তাব

সকল স্তরের সিগারেটের ওপর সম্পূরক শুল্ক হার ২০২১-২২ অর্থবছরের মতোই রাখা হয়েছে (সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক আরোপ করা হয়নি)। নিম্ন স্তরের সিগারেটের ওপর সম্পূরক শুল্ক ৫৭ শতাংশ, এবং বাকি তিন স্তরের (অর্থাৎ মধ্যম, উচ্চ ও প্রিমিয়াম স্তরের সিগারেটের) ওপর সম্পূরক শুল্ক ৬৫ শতাংশ। চার স্তরের সিগারেটের ন্যূনতম ঘোষিত খুচরা মূল্য অতি-সামান্য বাড়ানো হয়েছে।

নিম্ন স্তরের সিগারেটের দশ শলাকার এক প্যাকেটের দাম ২০২১-২২ অর্থবছরের চেয়ে মাত্র ১ টাকা বাড়িয়ে ৪০ টাকা করা হয়েছে। মধ্যম স্তরের সিগারেটের দশ শলাকার এক প্যাকেটের দাম মাত্র ২ টাকা বাড়িয়ে ৬৫ টাকা করা হয়েছে। উচ্চ ও প্রিমিয়াম স্তরের ক্ষেত্রে এই মূল্য বৃদ্ধি হয়েছে যথাক্রমে ৯ টাকা এবং ৭ টাকা। ফলে ২০২২-২৩ অর্থবছরে উচ্চ ও প্রিমিয়াম স্তরের সিগারেটের দাম হবে যথাক্রমে ১১১ টাকা এবং ১৪২ টাকা।

সিগারেটের বিক্রয়মূল্যের ওপর ভ্যাট এবং স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জও আগের মতো (অর্থাৎ ১৫ শতাংশ এবং ১ শতাংশ) রাখা হয়েছে। বিড়ি ও ধোঁয়াবিহীন তামাক পণ্যের (জর্দা ও গুলের) ওপরও সকল কর হার আগের মতো রাখা হয়েছে। সিগারেটের ঘোষিত খুচরা মূল্য অতিসামান্য বাড়লেও এগুলোর তাও বাড়ানো হয়নি।

চিত্র ০২: বিভিন্ন স্তরের দশ শলাকার এক প্যাকেট সিগারেট বিক্রি থেকে প্রাপ্ত রাজস্ব

[তামাক-বিরোধী সংগঠনের কার্যকর করের প্রস্তাবনা বাস্তবায়িত হলে যে রাজস্ব পাওয়া যেতো তার সঙ্গে ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে সিগারেটের করের প্রস্তাব অনুসারে প্রাপ্য রাজস্বের তুলনা]

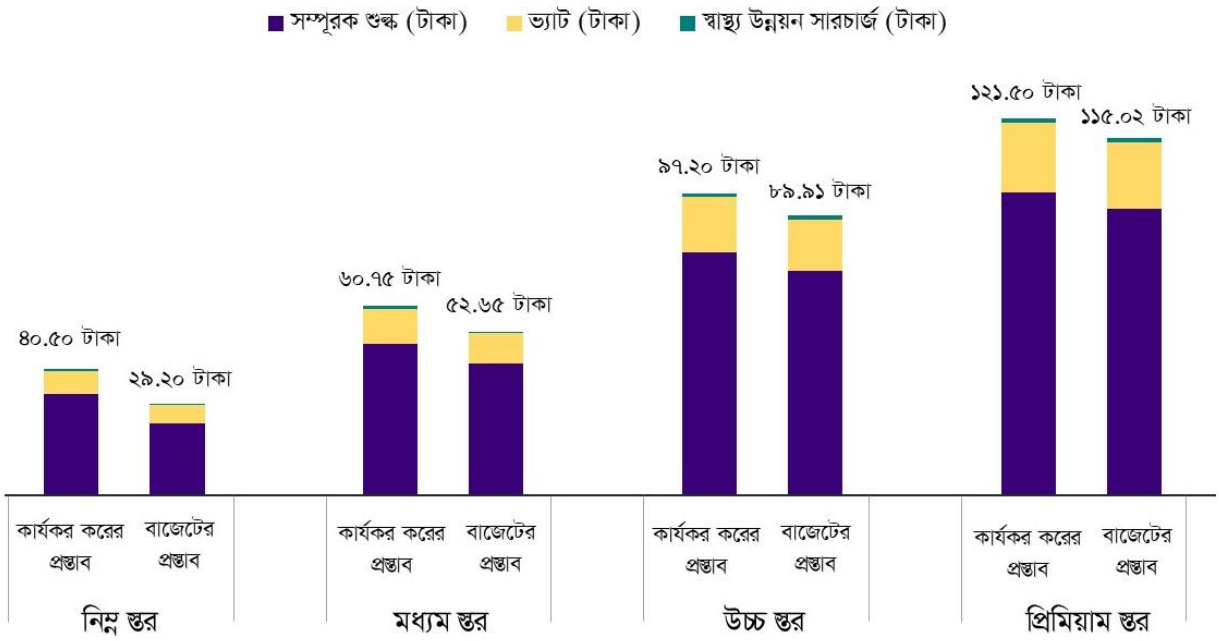

ফলে তামাক-বিরোধী সংগঠনগুলোর কার্যকর করের প্রস্তাবগুলো বাস্তবায়ন করা গেলে দশ শলাকার প্রতি প্যাকেট সিগারেট বিক্রয় থেকে যে পরিমাণ কর পাওয়া যেতো ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটের কর প্রস্তাবের কারণে তার তুলনায় উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কম কর পাওয়া যাবে। দশ শলাকার নিম্ন স্তরের প্রতি প্যাকেটে সিগারেট বিক্রি থেকে

তামাক-বিরোধী সংগঠনের প্রস্তাব অনুসারে মোট (অর্থাৎ ৩২.৫০ টাকা সুনির্দিষ্ট সম্পূরক শুল্ক, ১৫% ভ্যাট, ও ১% স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ মিলিয়ে) কর পাওয়া যেতো ৪০.৫০ টাকা। কিন্তু ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেট প্রস্তাবনা অনুসারে দশ শলাকার নিম্ন স্তরের সিগারেটের প্রতি প্যাকেট বিক্রয় থেকে মোট (অর্থাৎ ৫৭% সম্পূরক শুল্ক, ১৫% ভ্যাট, ও ১% স্বাস্থ্য উন্নয়ন সারচার্জ মিলিয়ে) কর পাওয়া যাবে ২৯.২০ টাকা। বাকি তিন স্তরের সিগারেটের ক্ষেত্রেও তামাক-বিরোধী সংগঠনের প্রস্তাবনার তুলনায় বাজেট ২০২২-২৩-এর প্রস্তাবনায় প্রাপ্য কর উল্লেখযোগ্য মাত্রায় কম হবে (চিত্র ০২ দ্রষ্টব্য)।

২০২২-২৩ তামাকপণ্যে আমাদের কর প্রস্তাব কেমন ছিল এবং ইতিবাচক প্রভাব যা হত

তামাকপণ্যে দরকার অনুযায়ী করারোপ না হওয়ায় বেশ কিছু জায়গায় প্রভাব পড়বে। বর্তমান মূল্যস্ফীতি ও গড় মাথাপিছু আয় বৃদ্ধির বিষয়গুলো বিবেচনায় রেখে আশঙ্কা করা হচ্ছে যে, সিগারেটের বিক্রি কমার বদলে আরও ১.৫ শতাংশ বাড়তে পারে অর্থাৎ প্রায় ১০৮ কোটি শলাকা সিগারেট বেশি বিক্রি হবে। অন্যদিকে তামাকবিরোধী সংগঠন ও গবেষকদের প্রস্তাব অনুসারে কার্যকর করারোপ সম্ভব হলে সিগারেট বিক্রি প্রায় ০.৪ শতাংশ কমতো এবং সিগারেট ব্যবহারকারির অনুপাতও ১ শতাংশ পয়েন্ট কমতো।

বাজেট প্রস্তাব অনুসারে সিগারেট ব্যবহারকারির হার ১৫.১% থেকে কমে ১৪.৬% হবে। কার্যকর করারোপ করলে এই হার আরও কমে ১৪.১% হতো।

ধূমপানজনিত অকালমৃত্যু কমবে সোয়া ২ লক্ষ। কার্যকর করারোপ করা গেলে আরও ৭ লক্ষ অকাল মৃত্যু রোধ করা যেতো।

সরকারের রাজস্ব আয় বাড়বে ৪ হাজার কোটি টাকা। কার্যকর করারোপ করে আরও ৫ হাজার কোটি টাকা এর সঙ্গে যুক্ত করা যেতো।

প্রস্তাবিত বাজেটে সিগারেটের ওপর করের যে প্রস্তাব রয়েছে তা বাস্তবায়ন হলে ১৫ বছর বা তদুর্ধ্ব বয়সী নাগরিকদের মধ্যে সিগারেট ব্যবহারকারির হার ১৫.১ শতাংশ থেকে কমে ১৪.৬ শতাংশ হতে পারে। অথচ তামাকবিরোধী সংগঠন ও গবেষকদের প্রস্তাবনা অনুসারে যদি কার্যকর করারোপ করা যেতো তাতে করে এই হার আরও কমে ১৪.১ শতাংশ হতো। একইভাবে বাজেটের প্রস্তাবনা অনুসরণ করলে ধূমপানজনিত অকাল মৃত্যু আগের বছরের তুলনায় কমবে সোয়া ২ লক্ষ। আর কার্যকর করারোপ করা গেলে এর সঙ্গে আরও ৭ লক্ষ অকাল মৃত্যু রোধ করা সম্ভব হতো। বাজেটে তামাক পণ্যে কার্যকর করারোপের প্রস্তাবনাগুলো প্রতিফলিত না করায় রাজস্ব থেকেও বঞ্চিত হবে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

বাজেট অনুসারে সিগারেট বিক্রি থেকে কর আসবে ৪ হাজার কোটি টাকা। আর কার্যকর করারোপ করা গেলে এর সঙ্গে আরও ৫ হাজার কোটি টাকা যুক্ত করা যেতো।

সিগারেট কোম্পানির বিপুল অঙ্কের কর ফাঁকির সুযোগ থেকে যাচ্ছে

বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এবারের বাজেটে (অর্থাৎ ২০২২-২৩ অর্থবছরের প্রস্তাবিত বাজেটে) বিভিন্ন স্তরের সিগারেটের দশ শলাকার একেকটি প্যাকেটের যে মূল্য ঘোষণা করা হয়েছে, বাজারে তারচেয়ে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বেশি মূলে সিগারেট বিক্রি করা হচ্ছে। যেমন: নিম্ন স্তরের দশ শলাকার সিগারেটের একটি প্যাকেটের মূল্য বাজেটে ৪০ টাকা ঘোষিত হলেও আরও আগে থেকেই বাজারে এই স্তরের সিগারেটের দশ শলাকার একেকটি প্যাকেটে ৫০ টাকায় বিক্রি করা হচ্ছে। অথচ সিগারেট কোম্পানিগুলো রাজস্ব বোর্ডকে কর দেবে ঘোষিত খুচরা মূল্য হিসেবেই অর্থাৎ ৪০ টাকা হিসেবে। সকল স্তরের সিগারেটের জন্যই এ কথা প্রযোজ্য। ফলে কর ফাঁকির সুযোগ রয়েছে। আসন্ন অর্থবছরে এভাবে সিগারেট কোম্পানিগুলোর ১২ হাজার কোটি টাকা পর্যন্ত কর ফাঁকি দেয়ার সুযোগ থেকে যাচ্ছে।

চিত্র ০৩: বিভিন্ন স্তরের সিগারেটের দশ শলাকার এক প্যাকেটের বাজেটে ঘোষিত মূল্য এবং বাজার মূল্যের পার্থক্য

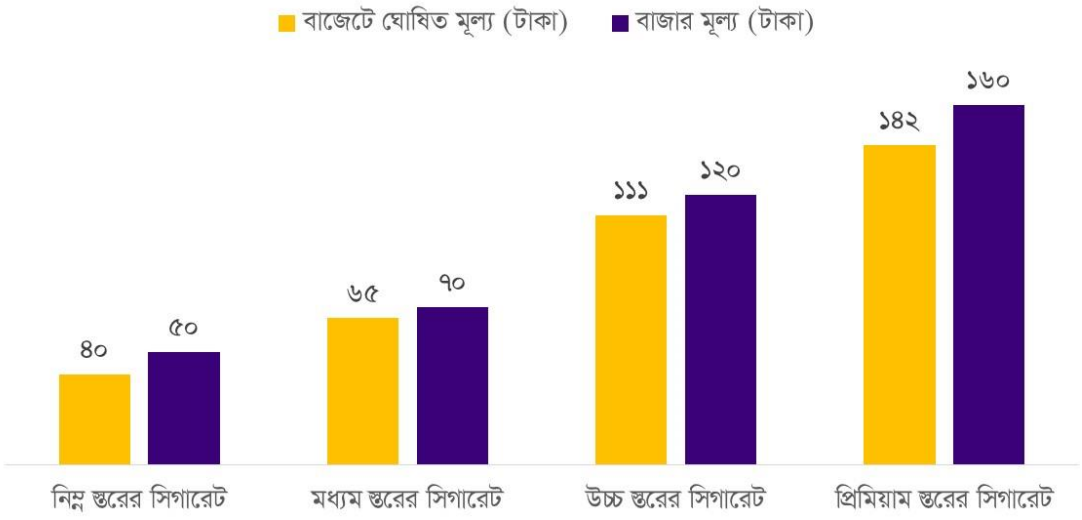

উন্নয়ন সমন্বয় কর্তৃক পরিচালিত 'ডিজিটাল বাজেট ইনফরমেশন হেল্পডেস্ক' এবং 'আমাদের সংসদ' প্লাটফর্মের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। বাজেট নিয়ে যেসব সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান কাজ করে অথবা বাজেট নিয়ে যাদের সামান্যতম আগ্রহ আছে তাদের সবার জন্য আমাদের এ প্রকাশনা।

উন্নয়ন সমন্বয়